

ইলেনর কোয়ের

সাদাকো ও হাজার সারস

অনুবাদ । স্বপন বিশ্বাস



সাদাকো ও হাজার সারস নামের ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি ১৯৭৭ সালে প্রথম আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। কানাডীয় সংবাদদাতা ও লেখিকা ইলেনর কোয়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৯ সালে জাপান ভ্রমণ করেন। এটম বোমার পতনে হিরোশিমা নগরী তখনো ক্ষতবিক্ষত। নগরীর ধ্বংসলীলা, প্রাণহানি ও মানুষের দুর্ভোগ দেখে কোয়ের বিচলিত হন। ১৯৬৩ সালে পুনরায় জাপান ভ্রমণকালে হিরোশিমা শান্তিউদ্যানে দেখতে পান সাদাকোর স্মৃতিস্তম্ভ। এটম বোমার বিকিরণের শিকার ক্ষণজীবী সাদাকো লেখিকাকে উদ্বুদ্ধ করে এই বই রচনায়।

বহু দেশে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই বই। দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে সাদাকোর নাম ও শান্তি আন্দোলন। কিশোরী সাদাকোর গল্প অবলম্বনে রচিত হয়েছে গান, নাটক, ব্যালে নৃত্য, কার্টুন, স্থাপত্যকর্ম, ফিল্ম ও ভিডিও, ওয়েবসাইট ও এনিমেশন। জাপানে অন্তত ২৩টি বই ও ৩৫টি দেশে আরও ১৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ওর গল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে এখন সারা বিশ্বে বিভিন্ন এলাকার স্কুল শিশুরা কাগজ ভাঁজ করে সারস বানাচ্ছে ও ৬ই আগস্ট শান্তিদিবস উপলক্ষে হিরোশিমায় প্রেরণ করছে। সাদাকো এখন শান্তি শব্দের সমার্থক।

সাদাকো আমাদের অনুপ্রেরণা ... হিরোশিমা শান্তি উদ্যানে নির্মিত সাদাকো ভাস্কর্যের বেদিতে অর্ঘ্য হিসেবে রাখা রঙ-বেরঙের শত সহস্র সারসের মালায় লেখা হয়েছে এই সম্ভাষণ। দেশ-বিদেশের জনজীবনের সকল স্তরের শান্তিপ্ৰিয় মানুষ বিশেষত স্কুল ছাত্রছাত্রীরা পাঠিয়েছে এসব মালা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও শান্তির সপক্ষে জনমত গড়ার এ এক অভিনব আন্তর্জাতিক প্রয়াস।

শান্তি যাদুঘরের ওয়েবসাইটের এক তালিকায় উলেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের অন্তত ৫২টি দেশের মানুষ সাদাকো সম্পর্কে অবহিত। বাংলাদেশের নাম সেখানে নেই। ইলেনর কোয়ের রচিত ‘সাদাকো এন্ড দ্যা থাউজেন্ড পেপার ক্রেনস’ বইটির মাধ্যমে সাদাকো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে বহু

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বাংলাভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিতভাবে হলেও সাদাকো ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য বইটি অনুবাদ করা হয়েছে।

{মুক্ত-মনা সদস্য শ্রীস্বপন বিশ্বাসকে তার 'সাদাকো ও হাজার সারস' বইটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন – মুক্ত-মনা এডিটর}